

বরাবর,

মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


27/10/22

বিষয়: সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নুরুল ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা চাঁদা দাবি, প্রাণনাশের হুমকি, পুলিশি হয়রানি, পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সরকারি উন্নয়নকাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি মোঃ শফিকুল ইসলাম, স্বত্বাধিকারী—ইসলাম ট্রেডার্স। আমি একজন সাধারণ ঠিকাদার ও ব্যবসায়ী এবং একজন নিরীহ, অরাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নুরুল এবং তাঁর কথিত সহযোগী ও ক্যাডার বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা আমি দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা দাবি, হুমকি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানির শিকার হচ্ছি। এ পরিস্থিতিতে আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।

আমার অভিযোগের বিবরণ নিম্নরূপ:-

১। চাঁদা দাবি ও ক্রমাগত হুমকি: সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নুরুল এবং তাঁর কথিত সহযোগীরা বিভিন্ন সময়ে আমার নিকট মোট ১ (এক) কোটি টাকা চাঁদা দাবি করেন। দাবিকৃত চাঁদার টাকা প্রদান না করায় তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তি ও মাধ্যমের মাধ্যমে আমার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছেন এবং নানাভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন। এমনকি তাঁদের দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ না করলে আমাকে গুম করে হত্যা করার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের হুমকি ও চাপের কারণে আমি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এবং স্বাভাবিকভাবে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঠিকাদারি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছি না। এতে আমার আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, জীবন ও সম্পদ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে। আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কায় উদ্বেগ ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।

২। মিথ্যা মামলায় জড়ানোর চাপ প্রয়োগের অভিযোগ:

- গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি. সুনামগঞ্জ সদর থানাধীন পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম হাজীপাড়া এলাকায় সার্কিট হাউসের সামনের সড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের একটি মিছিলের ঘটনায় সুনামগঞ্জ সদর থানায় মামলা নং-৩৪, তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি., সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে আমাকে ৫১ নম্বর আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার এবং উক্ত মিছিলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।

তারপরও সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য জনাব নুরুল ইসলাম নুরুল ও তাঁর কথিত সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে আমার কাছে ১ (এক) কোটি টাকা চাঁদা দাবি করে আসছেন। দাবিকৃত অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় আমাকে হয়রানি ও মিথ্যা মামলায় জড়ানোর উদ্দেশ্যে সংসদ সদস্যের নির্দেশে সুনামগঞ্জ জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান রাজু সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের ওপর আমার নাম মামলায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। আমি বিশ্বাস করি, ঘটনার দিনের মোবাইল ফোনের কল ডিটেইলস রেকর্ড (সিডিআর), প্রাসঙ্গিক ভিডিও ফুটেজ, সাক্ষ্য-প্রমাণ ও অন্যান্য তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা হলে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটিত হবে।

- গত ২৮ মার্চ ২০২৫ খ্রি. সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ থানাধীন ০১ নং বেহেলী ইউনিয়নের রাজাবাজ মৌজাহিত করালজান বিল গ্রুপ (বন্ধ) জলমহালের অন্তর্গত কাবিলার বিলের মাছ চুরির ঘটনায় দায়ের করা জামালগঞ্জ থানার মামলা নং-২০, তারিখ: ২৯ মার্চ ২০২৫ খ্রি., ধারা-৪৪৭/৩৮২, দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এ আমাকে ১৩ নম্বর আসামি করা হয়। পরবর্তীতে তদন্তে আমার সম্পৃক্ততার প্রমাণ না পাওয়ায় আমাকে উক্ত মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

উক্ত মামলাগুলোতে আমাকে হয়রানিমূলকভাবে আসামি করার অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধান এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

৩। সিলেটের বাসায় পুলিশের অভিযান ও পরিবারের সদস্যকে হুমকি: গত ২১/১০/২০২৬ খ্রি. আমাকে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে সুনামগঞ্জ সদর থানার এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ জহির হোসেন (বিপি ৮৮১৭১৯৯৭১৪), এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ জাকারিয়া আহমদ (বিপি ৯৩১২১৫১৭৮৬) এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১৫ জন পুলিশ সদস্য ও অন্যান্য ক্যাডার বাহিনীর একটি দল সিলেট শহরের কোতোয়ালি থানাধীন সুবিদবাজার এক্সেল টাওয়ার ৯/এ অবস্থিত আমার বাসায় যান। সেখানে আমাকে আটক করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয় এবং আমার স্ত্রীকে হুমকি প্রদান করা হয়। এ ঘটনায় আমি ও আমার পরিবার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।

৪। সরকারি উন্নয়নকাজে বাধা প্রদান ও চাঁদা দাবির অভিযোগ: গত ২০/১০/২০২৬ খ্রি. আনুমানিক সকাল ১১:০০ ঘটিকায় এবং একই দিন বিকাল ০৫:৩০ ঘটিকায় পৃথকভাবে দুইবার সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বস্তরপুর উপজেলাধীন মুক্তিরখলা-১ ব্রিজের নির্মাণকাজে বাধা প্রদান করে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অধীনে চলমান উক্ত ব্রিজের নির্মাণকাজের অংশ হিসেবে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে বন বিভাগের অনুমতি গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গাছ কাটার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলে সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নুরুল ও তাঁর কথিত ক্যাডার বাহিনী চাঁদা দাবি করে কাজে বাধা প্রদান করেন। এ সময় আমার কর্মচারীরা ঠিকাদার হিসেবে আমার নাম উল্লেখ করলে তাঁরা আমাকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন। পাশাপাশি আমার কর্মচারীদের হুমকি দিয়ে জানান, আমাকে যেন ওই রাতের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সুনামগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আমার কর্মচারীরা তাঁর সুনামগঞ্জস্থ কার্যালয়ে গেলে তাঁদের রাত আনুমানিক ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা হয়; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে বিদায় করে দেওয়া হয়। ফলে সরকারি বিধি-বিধান ও অনুমোদন অনুসরণ করে পরিচালিত ব্রিজের নির্মাণকাজ ব্যাহত হয় এবং আমি আর্থিক ক্ষতি ও নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কার সম্মুখীন হই।

পরবর্তীতে ২০/১০/২০২৬ খ্রি. এমপি সাহেবের নিজস্ব ঠিকাদার রাত ১১:১০ ঘটিকায় সুনামগঞ্জ পৌর যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক মাহমুদুল হাসান নাসিম আমাকে ফোন করে দ্রুত এমপি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি সমাধান করার জন্য চাপ ও হুমকি প্রদান করেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে আমার ঠিকাদারি কাজ ব্যাহত হচ্ছে, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এবং সরকারি উন্নয়নকাজের স্বাভাবিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৫। ফোনে হুমকি প্রদান: গত ০৫/১০/২০২৬ খ্রি. নুরুল ইসলাম নুরুল, এমপি এর ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত সুনামগঞ্জ জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ কামরুল হাসান রাজু আমাকে ফোন করে হুমকি প্রদান করেন। এ ঘটনাসহ ধারাবাহিক হুমকির কারণে আমি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর শঙ্কায় রয়েছি।

৬। জীবন ও পরিবারের নিরাপত্তাহীনতা: উপরোক্ত ঘটনাবলির কারণে আমি বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি না। আমার আশঙ্কা, যেকোনো সময় আমি অথবা আমার পরিবারের সদস্যরা গুরুতর হামলা, প্রাণনাশ কিংবা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শিকার হতে পারি। এমনকি আমাকে হত্যা করে লাশ গুঁম করার মতো ঘটনা ঘটতে পারে বলেও আমি আশঙ্কা করছি। আমি কোনো বেআইনি সুবিধা চাই না; আমি শুধু ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা এবং আইন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ব্যবসা ও ঠিকাদারি কার্যক্রম পরিচালনার অধিকার চাই।

আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে দেশের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান মেনে জীবনযাপন করতে চাই। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে

ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আমারও রয়েছে। আমি চাই, অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হোক এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার উপস্থাপিত অভিযোগসমূহ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, তাঁর সহযোগী এবং জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। একই সঙ্গে আমার ও আমার পরিবারের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, চাঁদা দাবি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করা, বেআইনিভাবে হয়রানি ও মিথ্যা মামলায় জড়ানোর অপচেষ্টা থেকে আমাকে সুরক্ষা প্রদান এবং আমার ঠিকাদারি কার্যক্রম ও সরকারি উন্নয়নকাজ নির্বিঘ্নে পরিচালনার পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আপনার সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

বিনীত নিবেদক



(মোঃ শফিকুল ইসলাম)

স্বত্বাধিকারী, ইসলাম ট্রেডার্স

পিতা: মোঃ তাজুল ইসলাম

মাতা: মোছাঃ আছিয়া খাতুন

গ্রাম: কুনাহাট

ডাকঘর: বাদাঘাট বাজার

থানা: তাহিরপুর

জেলা: সুনামগঞ্জ

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ১৪৯৬৪৩৫৮৩৩

মোবাইল: ০১৭১২৭৫১৬৪০

সংযুক্তি:-

- ১। সুনামগঞ্জ সদর থানার মামলা নং-৩৪-এর এজাহার কপি।
- ২। জামালগঞ্জ থানার মামলা নং-২০-এর এজাহার কপি।
- ৩। বাসায় অভিযানের সিসিটিভি ফুটেজ।
- ৪। ফোন কলের রেকর্ডিং অডিও।